ভোরের কাগজ

DEC. 09 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ..৩.....

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাস হওয়া নি
হরিমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে তোলপা

শহীদুল হুদা অলক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে : শত বছরের প্রাচীন শিক্ষা প্রতি
চাঁপাইনবাবগঞ্জের হরিমোহন উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া
অভিভাবক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। অভিভাবক মহলের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ও সা
ছাত্রদের তীব্র প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১ ডিসেম্বর স্কুল কর্তৃপক্ষ ফাঁস হয়ে যা
প্রশ্নপত্রের ২টি বিষয়ে পুনঃপরীক্ষা গ্রহণ করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জেলা প্রশা
পক্ষ থেকে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে অভিভাবক মহল শিগগিরই তার ত
রিপোর্ট পেশসহ দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছেন।

জানা যায়, গত ২৬ নভেম্বর ঐ স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার নবম শ্রেণীর সমাজবি
(নৈর্ব্যক্তিক) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পরীক্ষা শুরুর আগে ছড়িয়ে পড়ে।
পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সেদিনের পরীক্ষা স্থগিত করেন। এ খবর বিভিন্ন মহলে ছ
পড়লে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক'জন সাবেক ছাত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপ
ফটোকপি নিয়ে প্রেসক্লাবে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

সূত্রটি জানায়, ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এর আগেও ঘটে
আগে কিছু প্রশ্ন কিছু কিছু ছাত্রকে জানিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু এবারের প্রশ্নপত্র ফাঁস
ভিন্ন। গোটা প্রশ্নপত্রই চলে যায় ছাত্রদের কাছে। তাও আবার সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দি
একইভাবে ইংরেজির প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাও ঘটেছে এবং সেটিরও পুনঃপরীক্ষা গ্রহণ
হয়েছে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরকে প্রধান করে তদন্ত ক
গঠিত হয়েছে। অন্যদিকে স্কুল শিক্ষক সাদেকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে প্রশ
ফাঁসের অভিযোগ উঠলে তাকে শোকজ করা হয়। এ ব্যাপারে হরিমোহন স্কুলের প্র
শিক্ষক জানান, অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাদিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্য
গ্রহণের জন্য তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবেন।

তদন্ত কমিটি আর স্কুল কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ যাই হোক না কেন ঐ ঘটনায় অভিভ
মহল দারুণ ক্ষুব্ধ। শত বছরের প্রাচীন ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সম্প্রতি অনেক নিচে
গেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে এ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফল
করতে পারেনি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অভিভাবকমণ্ডলীর সভায় শিক্ষার মান নিচে নেমে যাও
বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। তবে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপি
শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষার মানের উন্নতি হচ্ছে না বলেও অভিভাবকরা অভিমত